১৮ বছর হলেই দেরি না করে ভোটার হওয়ার আহ্বান ইসির

দেশের নাগরিকদের বয়স ১৮ বছর হলেই দেরি না করে ভোটার হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ভোটার দিবসকে সামনে রেখে এ আহ্বান জানায় সংস্থাটি।

ইসির সহকারী সচিব মোশাররফ হোসেনের ৪ ফেব্রুয়ারি স্বাক্ষরিত এ সংক্রান্ত পরিপত্রে এ তথ্য জানানো হয়েছে। পরিপত্রে বলা হয়েছে, আগামী ২ মার্চ জাতীয় ভোটার দিবস পালন করা হবে। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় ঠিক করা হয়েছে ‘বয়স যদি আঠারো হয়, ভোটার হতে দেরি নয়’। সব প্রচারপত্রে বিষয়টি উল্লেখ করার জন্য নির্দেশনা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

এবার তৃতীয়বারের মতো জাতীয় ভোটার দিবস উদযাপন করবে ইসি। ওইদিন হালানাগাদ করা চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। ভোটার দিবস উপলক্ষে নানা কর্মসূচি সাজাচ্ছে নির্বাচন কমিশন।

বর্তমানে ১৮ বছরের কম বয়সীদেরও তথ্য নিয়ে রাখছে কমিশন। বয়স ১৮ হলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভোটার হিসেবে তালিকায় যুক্ত করা হচ্ছে।

ভোটার হতে গেলে শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ, জন্ম সনদ, বাবা-মার এনআইডি, ক্ষেত্র বিশেষে অন্য আত্মীয়-স্বজনের এনআইডি, নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র, জমির দলিল ইত্যাদি কাগজপত্র আবেদনপত্রের সঙ্গে দাখিল করতে হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে ৬০ লাখ ডলার রেখে গেছেন ‘পাঠাও’র ফাহিম

সালেহ

বাংলাদেশের রাইড শেয়ারিং অ্যাপ পাঠাওয়ের সহপ্রতিষ্ঠাতা ফাহিম সালেহ যুক্তরাষ্ট্রে ৬০ লাখ ডলার রেখে গেছেন। নিউইয়র্কের ম্যানহাটন সারোগেট আদালতে ফাহিমের বোন রিফায়েত সালেহ তার ভাইয়ের সম্পত্তির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে আবেদন জানিয়েছেন। এই আবেদনের সূত্র ধরেই জানা যায়, ফাহিম ৬০ লাখ ডলার রেখে গেছেন। খবর নিউইয়র্ক পোস্টের।

গত বছরের জুলাইয়ে নিউইয়র্কের হাউস্টন স্ট্রিটের অ্যাপার্টমেন্টে খুন হন তিনি। ফাহিমের হত্যাকারী হিসেবে তার ব্যক্তিগত সহকারী টাইরেস ডিভো হ্যাসপিলকে গ্রেফতার করা হয়। এখন তার বিচার চলছে। ফাহিম অবিবাহিত ছিলেন। খুন হওয়ার আগে ফাহিম কোনো আইনগত উত্তরাধিকারপত্র (উইল) রেখে যাননি।

ম্যানহাটনের অ্যাপার্টমেন্টের জন্য ফাহিমের ১৮ লাখ ডলারের ঋণের তথ্য রয়েছে আদালতে করা তার আবেদনে। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন আইন রয়েছে। নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্য আইন অনুযায়ী, ফাহিম অবিবাহিত হওয়ায় এবং কোনো উইল না থাকায় তার সমুদয় অর্থের আইনগত উত্তরাধিকার হবে তার মা রায়হানা সালেহ ও বাবা সালেহ উদ্দিন আহমেদ।

পরিবারের পক্ষ থেকে আদালতে ফাহিমের রেখে যাওয়া অর্থের জন্য দ্রুততার সঙ্গে প্রশাসক নিয়োগের আবেদন জানানো হয়েছে। ফাহিমের ব্যবসার কার্যক্রম চালিয়ে নেয়ার জন্য এটা প্রয়োজন বলে আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। আদালতে করা আবেদনে বলা হয়েছে, চূড়ান্ত সাফল্যের আগেই ফাহিমকে নিষ্ঠুরতার সঙ্গে স্তব্ধ করে দেয়া হয়েছে। বাবা, মা ও বোনেরা ফাহিমের ব্যবসা ও তার স্বপ্ন টিকিয়ে রাখতে ইচ্ছুক।

বিচারক ফাহিমের অর্থ থেকে ৪০ লাখ ডলার উত্তোলনের জন্য আবেদনকারীকে অনুমোদন দিয়েছেন। এ ব্যাপারে নিউইয়র্ক পোস্টসহ একাধিক সংবাদমাধ্যম পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। তবে পরিবার এ নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে চায়নি।

করোনাভাইরাস, লকডাউনসহ নানা কারণে নিউইয়র্কের আদালতগুলোর কার্যক্রম এখনো স্বাভাবিক হয়নি। ফাহিম সালেহ হত্যায় জড়িত হ্যাসপিল সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো নতুন তথ্য আর জানায়নি পুলিশ।

দেড় লক্ষাধিক ব্যক্তির পেটে বনের আড়াই লাখ একর জমি

অবশেষে বন বিভাগের বেদখল হওয়া জমির পরিমাণ ও দখলদারদের একটি তালিকা সংসদীয় কমিটির বৈঠকে উপস্থাপন করেছে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। তালিকায় দেখা যায়, সংরক্ষিত বনভূমিসহ অসংরক্ষিত বনভূমির দখলদার ১ লাখ ৬০ হাজার ৫৬৬ জন।

তারা সম্মিলিতভাবে জবর দখল করে রেখেছে বনের ২ লাখ ৫৭ হাজার ১৫৮ একর জমি। এর মধ্যে সংরক্ষিত বনভূমির দখলদারদের সংখ্যা ৮৮ হাজার ২১৫ জন এবং তাদের মাধ্যমে বেদখল হওয়া সংরক্ষিত বনভূমির পরিমাণ ১ লাখ ৩৮ হাজার ৬১৩.০৬ একর। এ ছাড়া অসংরক্ষিত অন্যান্য বনভূমির দখলদার ৭২ হাজার ৩৫১ জন এবং তাদের মাধ্যমে জবরদখল করা ভূমির পরিমাণ ১ লাখ ১৮ হাজার ৫৪৫.৭৮ একর।

সংসদ ভবনে গতকাল অনুষ্ঠিত ‘পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি’র ১৮তম বৈঠকে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন কমিটি সভাপতি সাবের হোসেন চৌধুরী। এ ছাড়া পরিবেশ ও বনমন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন, উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার, নাজিম উদ্দিন আহমেদ, তানভীর শাকিল জয়, জাফর আলম, মো. রেজাউল করিম বাবলু, খোদেজা নাসরিন আক্তার হোসেন বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন।

করোনাভাইরাস রুখতে শুরু হলো গণ টিকাদান

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস রুখতে দেশব্যাপী শুরু হলো গণ টিকাদান। গতকাল টিকাদান শুরুর দিন টিকা নিয়েছেন প্রধান বিচারপতি,

বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি ঢাকা-৮ আসনের এমপি রাশেদ খান মেনন।

টিকা নিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম, স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ, অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিব আবদুর রউফ তালুকদার, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. মেসবাহুল ইসলাম, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মো. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া, বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব মো. হাবিবুর রহমান।

টিকা নিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ডা. নজরুল ইসলাম। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রাস্টি ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী, স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. এ বি এম খুরশীদ আলম, অতিরিক্ত মহাপরিচালক মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা। রাজারবাগ পুলিশ লাইনস মাঠে টিকা নিয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার মোহা. শফিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত কমিশনার মো. মনিরুল ইসলাম। কভিড-১৯ বিষয়ক জাতীয় কারিগরি পরামর্শক কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, স্বাচিপ (স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ) সভাপতি অধ্যাপক ডা. ইকবাল আর্সালান, বিএমএ সভাপতি ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, মহাসচিব ডা. ইহতেশামুল হক চৌধুরী, শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের সমন্বয়ক অধ্যাপক ডা. সামন্ত লাল সেন টিকা নিয়েছেন। সংসদ সদস্যদের অনেকে মানুষকে উৎসাহিত করতে নিজেদের নির্বাচনী এলাকায় টিকা নিয়েছেন। করোনা প্রতিরোধী টিকা গ্রহণের পর স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, ‘টিকা নিয়ে আমরা ভালো আছি, কারও কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়নি।

৭০ লাখ টিকা এখন হাতে আছে, আগামীতে কোভ্যাক্সের মাধ্যমে ৬ কোটি টিকা পাওয়া যাবে। এই টিকা দিতে আইসিটি মন্ত্রণালয় অ্যাপ তৈরি করেছে। জেলায় জেলায় ৭ হাজারের বেশি টিম কাজ করছে। কোনো জেলা থেকে বিরূপ মন্তব্য পাওয়া যায়নি।’ বিশ্বে যত টিকা আবিষ্কার হয়েছে তার মধ্যে অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার কোভ্যাক্স টিকা সবচেয়ে ভালো মন্তব্য করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ‘কারও কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিলে তার জন্যও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আমরা করোনা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছি। টিকা নেওয়ার পরও মাস্ক

পরতে হবে, স্বাস্থ্যবিধি মানতে হবে, এক মাস পর দ্বিতীয় ডোজ নিতে হবে। দুই ডোজ নেওয়ার পর পুরোপুরি সুরক্ষিত থাকব। দেশবাসীর জীবন রক্ষার্থে এই টিকা দেওয়া হচ্ছে। আমরা নিজেরা নিচ্ছি, দেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ মানুষ টিকা নিচ্ছেন, তাদের দেখে সাধারণ মানুষও উৎসাহিত হচ্ছেন।’

টিকা নেওয়ার পর কৃষিমন্ত্রী ড. আবদুর রাজ্জাক বলেন, ‘করোনাভাইরাসের টিকা এই মহামারীর বিরুদ্ধে মানবজাতির একটা বড় অর্জন। এই অর্জন বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ব্যবহার করে হয়েছে। আমি টিকা নেওয়ার পর ভালো আছি। টিকা নিয়ে যারা গুজব ছড়াচ্ছে তারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তা করছে।’

টিকা নেওয়ার পর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী ইয়াফেস ওসমান দুই লাইন কবিতা পড়ে শোনান। তিনি বলেন, ‘আপনারা জানেন আমাকে মন্ত্রিসভায়ও কবিতা পড়তে হয়। বঙ্গবন্ধুকন্যা জিজ্ঞেস করেন কবিতা আছে কিনা। এটা আমার স্বভাবজাত প্রবণতা। টিকা নেওয়ার প্রতিক্রিয়ায় আপনাদের দুই লাইন কবিতা শোনাই। ‘যদি বেঁচে যাও করোনার কালে, যদি কেটে যায় মৃত্যুর ভয়। জেনো বিজ্ঞান লড়ে গেছে সদা, নেই ভয়, হবে মানুষের জয়।’ শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের সমন্বয়ক অধ্যাপক ডা. সামন্ত লাল সেন বলেন, ‘টিকা নেওয়ার পর মনে হচ্ছে আমি যেন সাহস পেলাম। আমি মনে করি টিকা নেওয়ার পরও সাবধানে থাকতে হবে।’

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভেনশন সেন্টারের ৮টি বুথে টিকা নিয়েছেন ৫৬০ জন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ২৭০ জন এবং শেখ হাসিনা বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ৮২ জন টিকা নিয়েছেন। সচিবালয় ক্লিনিকে সরকারি কর্মকর্তা- কর্মচারীসহ ১৬৭ জন টিকা নিয়েছেন।

বাংলাদেশে দেওয়া হচ্ছে ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউটে তৈরি অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার করোনাভাইরাসের টিকা। সবাইকে এ টিকার দুটি ডোজ নিতে হবে। প্রথম ডোজের চার সপ্তাহ পর দ্বিতীয় ডোজ নিতে হবে। এই টিকার ৩ কোটি ডোজ পেতে সেরাম ইনস্টিটিউটের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে বাংলাদেশের, যার মধ্যে ৫০ লাখ ডোজ হাতে পাওয়ার পর জেলায় জেলায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে আগেই। এ ছাড়া ভারত সরকারের উপহার হিসেবে পাওয়া গেছে আরও ২০ লাখ ডোজ টিকা। প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত এসব কেন্দ্রে টিকা দেওয়া হবে।

এ ছাড়া সারা দেশে একযোগে শুরু হয়েছে টিকাদান কর্মসূচি। আমাদের নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর অনুযায়ী, গতকাল চট্টগ্রাম, বরিশাল, রংপুর, রাজশাহী, সুনামগঞ্জ, বাগেরহাট, নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার, চুয়াডাঙ্গা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, চাঁদপুর, বগুড়া, সিলেটের বিশ্বনাথ, ময়মনসিংহের ভালুকা, দিনাজপুর, ফেনী, পটুয়াখালীর গলাচিপা, যশোর, ঝালকাঠি, ঝিনাইদহ, জয়পুরহাট, খাগড়াছড়ি, কুড়িগ্রাম, কুষ্টিয়া, লক্ষ্মীপুর, মাগুরা, মানিকগঞ্জ, মেহেরপুর, মুন্সীগঞ্জ, নরসিংদী, ফরিদপুরের সদরপুর, নীলফামারী, নোয়াখালী, পঞ্চগড়, শরীয়তপুর, শেরপুর, সিরাজগঞ্জ, গাজীপুরের শ্রীপুর, কালিয়াকৈর, গাইবান্ধা, গোপালগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, লালমনিরহাট, পাবনা, ময়মনসিংহ, ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট, খুলনা, কুমিল্লা, গাজীপুর, নাটোর, রাঙামাটি, যশোরের বেনাপোল, মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বাউফল, কক্সবাজার, নেত্রকোনায় টিকা দেওয়া হয়।

এসএসসি-এইচএসসির সংশোধিত সিলেবাস প্রকাশ

২০২১ সালের এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার সংশোধিত সংক্ষিপ্ত সিলেবাস প্রকাশ করা হয়েছে। শুক্রবার দুপুর থেকে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে সংক্ষিপ্ত সিলেবাসটি পাওয়া যাচ্ছে। সিলেবাস এমনভাবে করা হয়েছে যাতে স্বল্পসময়ে পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া যায়।

জানা গেছে, বৃহস্পতিবার শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনির সভাপতিত্বে হওয়া বৈঠকে এ সিলেবাসের চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়। এরপর শুক্রবার সেটি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।

এর আগে, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য এ সিলেবাস তৈরি করে। যদিও গত ২৫ জানুয়ারি এসএসসি পরীক্ষার জন্য সিলেবাস প্রকাশ করা হয়েছিল, তবে শিক্ষামন্ত্রী সম্প্রতি এনসিটিবিতে সভা করে দুই সিলেবাস নতুন

করে প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

করোনা ভাইরাসে সংক্রমণের পর গত ১৭ মার্চ থেকে দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়। কওমি মাদরাসা বাদে অন্যসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ছুটি ঘোষণা করা আছে। তবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো খোলার প্রস্তুতি নিতে প্রতিষ্ঠান প্রধানদের নির্দেশ দিয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।

এছাড়া ৪ ফেব্রুয়ারি মধ্যে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে তাদের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছিলো। যাতে করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ পাওয়া মাত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া যায়।

বাংলাদেশ ও ভারতের মৈত্রীর বন্ধন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হবে: প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতার অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশ ও ভারত দুই বন্ধুপ্রতিম দেশের মৈত্রীর বন্ধন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন।

তিনি বলেছেন, “বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে ভারতের অবদান চিরস্মরণীয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের দেশের প্রায় এক কোটি মানুষকে ভারত যেমন আশ্রয়-খাদ্য-রসদসহ সবরকম সহায়তা দিয়েছে, তেমনি হাজার হাজার ভারতীয় সৈন্য এদেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। সে কারণে আমাদের দু’দেশের বন্ধুত্ব রক্তের অক্ষরে লেখা। করোনাভাইরাসজনিত বৈশ্বিক মহামারি মোকাবিলাতেও ভারতের পক্ষ থেকে বিশ লাখ ভ্যাকসিন উপহার সেই বন্ধুত্বেরই স্মারক।’

প্রধানমন্ত্রী ১৯৭২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ উপলক্ষে শুক্রবার

দেওয়া এক বাণীতে এ প্রত্যাশার কথা বলেন। এ উপলক্ষে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় আজ কলকাতায় প্যারেড গ্রাউন্ডে স্মরণসভার আয়োজন করেছে।

শেখ হাসিনা বলেন, ১৯৭২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতার বিখ্যাত ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ বাঙালির ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনের প্রাক্কালে এবং জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীতে বাংলাদেশের তথ্য মন্ত্রণালয় ভারতীয় কর্তৃপক্ষের আন্তরিক সহায়তায় মহান দিবসটি উপলক্ষে সেই ঐতিহ্যবাহী প্যারেড গ্রাউন্ডে কলকাতাস্থ বাংলাদেশ উপদূতাবাসকে সঙ্গে নিয়ে যে স্মরণসভা আয়োজন করেছে, তা একটি মাইলফলক উদ্যোগ।

ছাত্রজীবনে জাতির পিতার কলকাতায় অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্ববহ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই শহরের ইসলামিয়া কলেজ (বর্তমানে মৌলানা আজাদ কলেজ) থেকে বঙ্গবন্ধু উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। এ সময়েই তিনি জাতীয় পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং শুদ্ধ রাজনীতির চর্চা ও গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের অনন্য সম্মিলনে ধর্মনিরপেক্ষতা কীভাবে সমাজজীবনকে বদলে দিতে পারে, তা তিনি কলকাতা শহরে ছাত্রাবস্থাতেই রপ্ত করেছিলেন।

শেখ হাসিনা বলেন, মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পশ্চিমবঙ্গেই প্রায় ৭২ লাখ বাংলাদেশি আশ্রয় নিয়েছিলেন। তখন গোটা কলকাতা হয়ে উঠেছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের মিলনমেলা। ভারত সরকারের সহযোগিতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুরাগী নেতৃবৃন্দ কলকাতাসহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থান করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। সে সময় কলকাতার কবি-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীসহ সকলেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য ভূমিকা রেখেছিলেন।

তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশ স্বাধীন হলে বাঙালি জাতির পিতার প্রতি তাদের আগ্রহ ছিল সীমাহীন। শেখ মুজিবুর রহমান স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিনে কলকাতায় যাত্রা বিরতি করবেন, এমনটাই ভেবেছিল কলকাতাবাসী। কিন্তু জাতির পিতা তার স্বপ্নের স্বাধীন দেশের মাটিতে আগে যেতে চেয়েছিলেন বলে ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ দিল্লি থেকে সরাসরি ঢাকা যাওয়ার পথে কলকাতার দমদম বিমানবন্দরে বার্তা পাঠান যে, তিনি অতি শিগগিরই কলকাতা আসবেন।’

প্রধানমন্ত্রী বলেন, পরবর্তীতে জাতির পিতা ১৯৭২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি তিনদিনের সফরে কলকাতায় যান এবং ঐতিহাসিক ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের জনসভায় শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর উপস্থিতিতে লক্ষ লক্ষ স্বতঃস্ফূর্ত পশ্চিমবঙ্গবাসীর সম্মুখে ভাষণ প্রদান করেন। সেদিন তিনি উত্তাল জনতার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, ‘আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চিরদিন অটুট থাকবে’।

তার অগ্নিঝরা ভাষণে উপস্থিত জনতা আবেগপ্লুত হয়েছিলেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য ভারতের জনগণ, সরকার, সশস্ত্রবাহিনী, বিশেষ করে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি বঙ্গবন্ধু গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, মেঘালয় এবং আসামের জনগণের প্রতিও বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্যারেড গ্রাউন্ডে জাতির পিতার ঐতিহাসিক ভাষণের মাহেদ্রক্ষণে স্বাধীনতার মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে তার আত্মার শান্তি কামনা করেন। সেই সঙ্গে তিনি গভীর কৃতজ্ঞাভরে স্মরণ করেন, বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারতের জনগণের একাত্মতা ও আত্মত্যাগ।

সূত্র: বাসস

কারচুপির চিত্র তুলে ধরতে ছয় বিভাগে সমাবেশের ঘোষণা

ভোট কারচুপির প্রতিবাদে এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবিতে ছয় বিভাগীয় শহরে সমাবেশের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে ঢাকা-চট্টগ্রাম-রাজশাহী-খুলনার বিএনপি দলীয় মেয়রপ্রার্থীরা।

.

গতকাল সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে বরিশাল সিটি করপোরেশনের মেয়র প্রার্থী বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট মজিবর রহমান সরোয়ার এই কর্মসূচি ঘোষণা করেন। কর্মসূচির মধ্যে

রয়েছে চট্টগ্রামে ১৩ ফেব্রুয়ারি, বরিশালে ১৮ ফেব্রুয়ারি, খুলনায় ২৭ ফেব্রুয়ারি, রাজশাহীতে ১ মার্চ, ঢাকা উত্তর ৩ মার্চ এবং ঢাকা দক্ষিণে ৪ মার্চ সমাবেশ।

সরোয়ার বলেন, ছয় মহানগরে ছয়টি সমাবেশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা জনতার সামনে ভোট কারচুপির বিষয়গুলো তুলে ধরতে চাই। ভোটের অধিকারের কথা বলতে চাই। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে চাই, আমাদের জনগণের কাছে যেতে যেন কোনো বাধা না দেওয়া হয়।

সংবাদ সম্মেলনে সারোয়ার ছাড়াও রাজশাহীর মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল, চট্টগ্রামের ডা. শাহাদাত হোসেন, ঢাকা উত্তরের তাবিথ আউয়াল ও ঢাকা দক্ষিণের ইশরাক হোসেন উপস্থিত ছিলেন। খুলনার মেয়র প্রার্থী নজরুল ইসলাম মঞ্জু অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত ছিলেন। আয়োজকরা জানান, পারিবারিক কারণে তিনি খুলনায় গেছেন।

এ সময় বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী উপস্থিত থাকলেও তিনি কোনো বক্তব্য রাখেননি। এক প্রশ্নের জবাবে চট্টগ্রামের মেয়র প্রার্থী ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, আমরা ভেবেছিলাম সরকারের শুভবুদ্ধির উদয় হবে-চট্টগ্রামে নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে। কিন্তু আমরা দেখছি চট্টগ্রামের সিটি নির্বাচনে রাষ্ট্রযন্ত্র, প্রশাসনযন্ত্র, আওয়ামী লীগ ও সরকার মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

এই যে ছয়টি মহানগরে সমাবেশ হবে- এগুলো অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে হবে। জনগণ আমাদের প্রধান শক্তি। আমরা তাদের কাছে আপিল করব-নিরপেক্ষ গ্রহণযোগ্য বডির অধীনে নির্বাচন চাই, যে বডি কারচুপি করবে না।

ঢাকা উত্তরের সিটি নির্বাচনে ধানের শীষের প্রার্থী তাবিথ আউয়াল বলেন, একবছরপূর্তি হতে যাচ্ছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন নির্বাচনের। একটা তামাশার নির্বাচন হয়েছিল।

তিনি বলেন, আমাদের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে আনতে হবে। গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে হবে। এজন্য আমাদের জনমত গড়ে তুলতে হবে।

ঢাকা দক্ষিণের ধানের শীষের প্রার্থী ইশরাক হোসেন বলেন, এই সরকারের অধীনে যদি এক হাজারটা নির্বাচন হয়, তাহলে একই ফলাফল হবে। যে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ছিল, সেই ব্যবস্থায়

ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্রে আর কোনোদিনও ফেরত যাবে না।

পুলিশ সম্পর্কে মনগড়া প্রতিবেদন আলজাজিরার

কাতারভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল ‘আলজাজিরায় গত ২ ফেব্রুয়ারি ‘অল দি প্রাইম মিনিস্টারস মেন’ শিরোনামে পুলিশ সম্পর্কে মনগড়া, উদ্দেশ্যমূলক ও মিথ্যা তথ্য উপস্থাপনের প্রতিবেদনটি প্রত্যাখ্যান করে এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন। গণমাধ্যমে পাঠানো অ্যাসোসিয়েশনের দফতর সম্পাদক (অতিরিক্ত উপ-কমিশনার) আর এম ফয়জুর রহমান স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে প্রতিবেদনটিকে অসৎ উদ্দেশ্যে প্রচারিত দুরভিসন্ধিমূলক হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

প্রতিবাদ বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) হিসেবে ড. বেনজীর আহমেদ দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় পুলিশের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। পুলিশ বাহিনীর মধ্যে সব ধরনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন তিনি। বেনজীর আহমেদ পুলিশ সদস্যদের সব ধরনের অপেশাদার আচরণ ও মাদকের সঙ্গে পুলিশের যে কোনো ধরনের সংশ্লিষ্টতার ক্ষেত্রে ‘শূন্য সহিষ্ণুতা’ নীতি প্রদর্শন করে চলেছেন। পুলিশের অভ্যন্তরীণ অনিয়ম/দুর্নীতি রোধে কাজ করছেন আইজিপি। পুলিশের কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কার্যক্রমে জড়িত থাকার তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গেলে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী প্রয়োজনে ফৌজদারি অথবা বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে কাউকেই ছাড় দেওয়া হচ্ছে না।

দ্বিতীয়ত পুলিশ সদস্যদের কল্যাণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি তাদের সর্বোচ্চ জবাবদিহিতা ও পেশাগত স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতেও নিয়েছেন নানা পদক্ষেপ। সর্বোপরি, আধুনিক বিট পুলিশিংয়ের মাধ্যমে তিনি পুলিশি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন,

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্ন ও লক্ষ্য পূরণে যখন বাংলাদেশ পুলিশ এগিয়ে যাচ্ছে, যখন ২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশের উপযোগী করে বাংলাদেশ পুলিশকে গড়ে তোলা হচ্ছে, তখন একটি মহলের এ ধরনের দুরভিসন্ধিমূলক প্রতিবেদন প্রচার অত্যন্ত অনাকাক্সিক্ষত।

বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার মোহা. শফিকুল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক নারায়ণগঞ্জের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জায়েদুল আলম এ প্রতিবেদনের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন। সুত্র:- বিডি প্রতিদিন

সাবেক এমপি হাবিবসহ ৫০ জনের কারাদন্ড

দীর্ঘ ১৯ বছর পর সাতক্ষীরার কলারোয়ায় তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেতা ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গাড়ি বহরে হামলা মামলার রায় ঘোষণা করেছেন আদালত। রায়ে সাতক্ষীরা-১ আসনের সাবেক এমপি হাবিবুল ইসলাম হাবিবসহ তিন জনকে ১০ বছরের কারাদন্ড দিয়েছেন আদালত। ১০ বছরের সাজাপ্রাপ্ত অপর দুজন হলেন ৪ নম্বর পলাতক আসামি মো. আরিফুর রহমান ওরফে রঞ্জু এবং রিপন। এছাড়া পলাতক আসামি যুবদল নেতা আব্দুল কাদের বাচ্চুকে ৯ বছরের কারাদন্ড দিয়েছেন আদালত। বাকি ৪৬ জন আসামির ৪ বছর থেকে শুরু করে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার (৪ ফেব্রুয়ারি) আলোচিত এ মামলায় জেল হাজতে থাকা ৩৪ জন আসামির উপস্থিতিতে রায় ঘোষণা করেন সাতক্ষীরার মুখ্য বিচারিক হাকিম মো. হুমায়ুন কবীর।
মামলার বিবরণ থেকে জানা যায়, ধর্ষণের শিকার এক মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রীকে দেখতে ২০০২ সালের ৩০ আগস্ট সাতক্ষীরার কলারোয়ায় যান আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। সড়ক পথে ঢাকায় ফেরার পথে সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলা বিএনপি অফিসের সামনে শেখ হাসিনার গাড়িবহরে হামলার ঘটনা ঘটে। শেখ হাসিনাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হয়। বোমা বিস্ফোরণ ও গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটে।

এরপর হাইকোর্টে আবেদন করে ২০১৪ সালে মামলা দায়ের করা হয়। ২০১৫

সালে এ ঘটনায় আদালতে চার্জশিট দেওয়া হয়। এর মধ্যে হত্যাচেষ্টা মামলায় এক আসামি রকিব ওরফে রাকিবুর রহমানের বয়স ঘটনার সময় ১০ বছর ছিল উল্লেখ করে হাইকোর্টে মামলা বাতিলে আবেদন করা হয়। ২০১৭ সালের ২৩ আগস্ট ওই আবেদন হাইকোর্ট স্থগিতাদেশ দিয়ে রুল জারি করেন। এ রুলের ওপর শুনানি শেষে ৮ অক্টোবর রুলটি খারিজ করে রায় দেন হাইকোর্ট। এরপর হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত চেয়ে আপিল করে আসামিপক্ষ।

সবশেষ গত বছরের ২৪ নভেম্বর দায়ের করা মামলা বাতিল চেয়ে এক আসামি আবেদন করলে আপিল বিভাগ তা খারিজ করে দেন। ফলে বিচারিক আদালতে এ মামলা চলতে আর কোনও বাধা নেই বলে জানিয়েছিলেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল এসএম মুনির।

গত ২৭ জানুয়ারি যুক্তিতর্ক শেষে কাঠগড়ায় থাকা ৩৪ জনকে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়ে ৪ ফেব্রুয়ারি রায়ের জন্য দিন ধার্য করেন মুখ্য বিচারিক হাকিম মো. হুমায়ুন কবীর। মামলায় ১৬ জন আসামি পলাতক রয়েছেন।

সাজাপ্রাপ্ত অপর আসামিরা হলেন আশরাফ হোসেন, নজরুল ইসলাম, মো. আব্দুর রাজ্জাক, শেখ তামিম আজাদ মেরিন, মো. আব্দুর রকিব মোল্যা, মো. আক্তারুল ইসলাম, মো. আব্দুল মজিদ, মো. হাসান আলী, ময়না, মো. আব্দুস সাত্তার, তোফাজ্জেল হোসেন সেন্টু, মো. জহুরুল ইসলাম, গোলাম রসুল, অ্যাড. মো. আব্দুস সাত্তার, আব্দুস সামাদ, মো. আলতাফ হোসেন, শাহাবুদ্দিন, মো. সাহেব আলী, সিরাজুল ইসলাম, রকিব, ট্রলি শহীদুল, মো. মনিরুল ইসলাম, শেখ কামরুল ইসলাম, ইয়াছিন আলী, শেলী, শাহিনুর রহমান, দিদার মোড়ল, সোহাগ হোসেন, মাহাফুজুর মোল্লা, আব্দুল গফফার গাজী, রিঙ্কু, অ্যাড. মো. আব্দুস সামাদ, টাইগার খোকন ওরফে বেড়ে খোকন।

সাজাপ্রাপ্ত পলাতক অপর আসামিরা হলেন, আব্দুল কাদের বাচ্চু, মফিজুল ইসলাম, মো. আলাউদ্দিন, খালেদ মঞ্জুর রোমেল, ইয়াছিন আলী, রবিউল ইসলাম, মাজাহারুল ইসলাম, আব্দুল খালেক, আব্দুর রব, সঞ্জু, নাজমুল হোসেন, জাবিদ রায়হান লাকী, কনক, মো. মাহাফুজুর রহমান।

আসামি পক্ষের আইনজীবী শাহানারা পারভিন বকুল বলেন, ‘আমরা ন্যায়বিচার পাইনি। এই রায়ে সন্তুষ্ট হবো কিভাবে? আমরা উচ্চ আদালতে যাবো। আশাকরি উচ্চ আদালত আমাদের ন্যায়বিচার দেবেন। ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সবাই উৎসাহ দেখিয়েছেন। কেউ

এমপি হবেন, কেউ মেয়র হবেন, কেউ চাকরিতে প্রোমোশন নেবেন, এই হচ্ছে মামলার ঘটনা।’

তিনি আরও বলেন, ঘটনার পরদিন ৩১ জানুয়ারি কোনও পত্রিকায় হাবিবুল ইসলাম হাবিবের ছবি আসেনি, নাম তো আসেইনি। সে যদি ঘটনাস্থলে থাকতো, তাহলে অবশ্যই ছবি আসতো। ছবি এবং নাম কোনোটাই আসেনি। তারমানে এই ঘটনায় তার কোনও সংশ্লিষ্টতা নেই। তারপরও সাজা দেওয়া হয়েছে।

তবে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল এস এম মুনির বলেন, ঘটনার দিন বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য হাবিবুল ইসলাম হাবিবের পরামর্শে ও নির্দেশে প্রায় চার-পাঁচশ’ নেতাকর্মী ও বিএনপির সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়েছিল। এই হামলার বিচার শুরু হয়েছিল, আজকে রায়ের মাধ্যমে তার পরিসমাপ্তি ঘটলো। সাতক্ষীরার জনগণ কলঙ্কমুক্ত হলো।

আজকের রায়ে হাবিবুল ইসলাম হাবিব, আরিফ এবং রিপন এই তিন জনকে ১০ বছর পর্যন্ত সাজা দেওয়া হয়েছে। বাচ্চু এবং রঞ্জুকে ৯ বছর করে সাজা দিয়েছেন আদালত। সর্বনিম্ন সাড়ে চার বছর সাজা দেওয়া হয়েছে। এবং অন্যদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড দেওয়া হয়েছে। কাউকে খালাস দেওয়া হয়নি।

এই রায়ে আপনার খুশি কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, রায়ে সরকার খুব একটা খুশি না। তবে রায়ের বিস্তারিত দেখার পর আমরা চিন্তা করবো রায়ের পর আমাদের কিছু করার আছে কিনা। যদি কিছু করার থাকে, অবশ্যই হাইকোর্টে আমরা আপিল করবো। এই মামলায় সর্বোচ্চ সাজা ১০ বছর পর্যন্ত ছিল, অন্যান্য সেকশনে টোটাল সাজা প্রায় ২৬ পর্যন্ত হতে পারতো। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে সর্বোচ্চ ১০ বছর পর্যন্ত সাজা হয়েছে। উচ্চ আদালতে যাবো কি, যাবো না তা রায়ের কপি না দেখে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারছিনা। আলোচনা ও পর্যালোচনার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

এদিকে রায়ের পর সন্তোষ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা। রায়কে স্বাগত জানিয়ে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে শহরে মিছিল বের করা হয়। এতে মূল দল ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

[redacted]

[redacted]

উল্লেখ্য, ২০০২ সালের ৩০ আগস্ট সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে ধর্ষণের শিকার এক মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রীকে দেখতে আসেন তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সাতক্ষীরা সদর হাসপাতাল থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে ফেরার পথে সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলা বিএনপি কার্যালয়ের সামনে পৌঁছালে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে শেখ হাসিনার গাড়িবহরে বোমা হামলা চালায় বিএনপির নেতাকর্মীরা। গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়।

হামলায় সাবেক সংসদ সদস্য তৎকালিন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ইঞ্জিনিয়র শেখ মুজিবুর রহমানসহ বেশ কয়েকজন সাংবাদিক আহত হন। এ ঘটনায় কলারোয়া উপজেলার মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মোসলেম উদ্দিন বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেন। মামলায় ৫০ জনকে আসামি করে আদালতে চার্জশিট দেয় কলারোয়া থানা পুলিশ।